بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়ালু করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে

# সলাত

৪০৩. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা লোকেরা কুবা নামক স্থানে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাদের নিকট এক ব্যক্তি এসে বললেন যে, এ রাতে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর প্রতি ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাঁকে কা'বামুখী হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই তোমারা কা'বার দিকে মুখ কর। তখন তাঁদের চেহারা ছিল শামের (বায়তুল মুকাদ্দাসের) দিকে। একথা শুনে তাঁরা কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। (৪৪৮৮, ৪৪৯০, ৪৪৯১, ৪৪৯৩, ৪৪৯৪, ৭২৫১; মুসলিম ৫/২, হাঃ ৫২৬) (আ.প্র. ৩৮৮, ই.ফা. ৩৯৪)

٤٠٤. حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوا أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

৪১৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন : তোমরা কি মনে কর যে, আমার দৃষ্টি (কেবল) ক্বিবলাহ্‌র দিকে? আল্লাহ্‌র কসম! আমার নিকট তোমাদের খূশু' (বিনয়) ও রুকূ' কিছুই গোপন থাকে না। অবশ্যই আমি আমার পেছন হতেও তোমাদের দেখতে পাই। (৭৪১; মুসলিম ৪/২৪, হাঃ ৪২৪, আহমাদ ৮০৩০) (আ.প্র. ৪০১, ই.ফা. ৪০৭)

٤١٩. حدثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ صَلاَةً ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ فِي الصَّلاَةِ وَفِي الرُّكُوعِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ.

৪১৯. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নাবী (ﷺ) আমাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি মিম্বারে উঠলেন এবং ইরশাদ করলেন : তোমাদের সলাতে ও রুকূ'তে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আমার পেছন হতে দেখে থাকি, যেমন এখন তোমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি। (৭৪২, ৬৬৪৪) (আ.প্র. ৪০২, ই.ফা. ৪০৮)

৪৩৮. জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোন নাবীকে দেয়া হয়নি। (১) আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যা একমাসের দূরত্ব পর্যন্ত অনুভূত হয়। (২) সমস্ত যমীন আমার জন্যে সলাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের উপায় করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যে কেউ যেখানে সলাতের ওয়াক্ত হয় (সেখানেই) যেন সলাত আদায় করে নেয়। (৩) আমার জন্যে গানীমাত হালাল করা হয়েছে। (৪) অন্যান্য নাবী নিজেদের বিশেষ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হতেন আর আমাকে সকল মানবের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। (৫) আমাকে সার্বজনীন সুপারিশের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। (৩৩৫; মুসলিম ৫/৫, হাঃ ৫২১, আহমাদ ১৪২৬৮) (আ.প্র. ৪১৯, ই.ফা. ৪২৫)

৪৪৪. আবূ কাতাদাহ্ সালামী (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত সলাত আদায় করে নেয়। (১১৬৩; মুসলিম ৬/১০, হাঃ ৭১৪, আহমাদ ১৫৭৮৯) (আ.প্র. ৪২৫, ই.ফা. ৪৩১)

৪৪৬. 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সময়ে মাসজিদ তৈরি হয় কাঁচা ইট দিয়ে, তার ছাদ ছিল খেজুরের ডালের, খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। আবূ বাক্র (রাঃ) এতে কিছু বাড়ান নি। অবশ্য 'উমার (রাঃ) বাড়িয়েছেন। আর তার ভিত্তি তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর যুগে যে ভিত্তি ছিল তার উপর কাঁচা ইট ও খেজুরের ডাল দিয়ে নির্মাণ করেন এবং তিনি খুঁটিগুলো পরিবর্তন করে কাঠের (খুঁটি) লাগান। অতঃপর 'উসমান (রাঃ) তাতে পরিবর্তন সাধন করেন এবং অনেক বৃদ্ধি করেন। তিনি দেয়াল তৈরি করেন নক্শী পাথর ও চুন-সুরকি দিয়ে। খুঁটিও দেন নক্শা করা পাথরের, আর ছাদ বানিয়েছিলেন সেগুন কাঠের। (আ.প্র. ৪২৭, ই.ফা. ৪৩৩)

৪৫০. 'উবাইদুল্লাহ খাওলানী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি 'উসমান ইব্নু 'আফ্ফান (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি যখন মাসজিদে নাববী নির্মাণ করেছিলেন তখন লোকজনের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেছিলেন : তোমরা আমার উপর অনেক বাড়াবাড়ি করছ অথচ আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি মাসজিদ নির্মাণ করে, বুকায়র (রহ.) বলেন : আমার মনে হয় রাবী 'আসিম (রহ.) তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরি করে দেবেন। (মুসলিম ৫/৪, হাঃ ৫৩৩, আহমাদ ৪৩৪) (আ.প্র. ৪৩১, ই.ফা. ৪৩৭)

৪৭০. সায়িব ইব্নু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মাসজিদে নাববীতে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমার দিকে একটা কাঁকর নিক্ষেপ করলো। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রাঃ)। তিনি বললেন : যাও, এ দু'জনকে আমার নিকট নিয়ে এস। আমি তাদের নিয়ে তাঁর নিকট এলাম। তিনি বললেন : তোমরা কারা? অথবা তিনি বললেন : তোমরা কোন্ স্থানের লোক? তারা বললো : আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি বললেন : তোমরা যদি মাদীনাহ্র লোক হতে, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা দু'জনে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর মাসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছো! (আ.প্র. ৪৫০, ই.ফা. ৪৫৬)

৪৭৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করলে ঘর বা বাজারে সলাত আদায় করার চেয়ে পঁচিশ গুণ সওয়াব বৃদ্ধি পায়। কেননা, তোমাদের কেউ যদি ভাল করে উযূ করে কেবল সলাতের উদ্দেশেই মাসজিদে আসে, সে মাসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত যতবার কদম রাখে তার প্রতিটির বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা ক্রমান্বয়ে উন্নীত করবেন এবং তার এক-একটি করে গুনাহ মাফ করবেন। আর মাসজিদে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত সলাতের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ তাকে সালাতেই গণ্য করা হয়। আর সলাত শেষে সে যতক্ষণ ঐ স্থানে থাকে ততক্ষণ মালাকগণ তার জন্যে এ বলে দু'আ করেন : হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! তাকে রহম করুন– যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট না দেয়, উযূ ভেঙ্গে যাওয়ার কোন কাজ সেখানে না করে। (১৭৬; মুসলিম ৫/৪২, হাঃ ৭৬৪৯, আহমাদ ৫৩৩২) (আ.প্র. ৪৫৭, ই.ফা. ৪৬৩)

৫১০. বুসর ইব্‌নু সা'ঈদ (রহ.) হতে বর্ণিত যে, যায়দ ইব্‌নু খালিদ (রাঃ) তাঁকে আবূ জুহায়ম (রাঃ)-এর নিকট পাঠালেন, যেন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর সম্পর্কে তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ) হতে কী শুনেছেন। তখন আবূ জুহায়ম (রাঃ) বললেন : আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন : যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো এটা তার কত বড় অপরাধ, তাহলে সে মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ (দিন/মাস/বছর) দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করতো।

আবুন-নাযর (রহ.) বলেন : আমার জানা নেই তিনি কি চল্লিশ দিন বা মাস কিংবা চল্লিশ বছর বলেছেন। (মুসলিম ৪/৪৮, হাঃ ৭৫০৭, আহমাদ ১৭৫৪৮) (আ.প্র. ৪৮০, ই.ফা. ৪৮৬)

৫১৬. আবূ কাতাদাহ্ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর মেয়ে যয়নবের গর্ভজাত ও আবুল আস ইব্‌নু রাবী'আহ ইব্‌নু 'আবদ শামস (রহ.)-এর ঔরসজাত কন্যা উমামাহ (রাঃ)-কে কাঁধে নিয়ে সলাত আদায় করতেন। তিনি যখন সাজদাহয় যেতেন তখন তাকে রেখে দিতেন আর যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে তুলে নিতেন। (৫৯৯৬; মুসলিম ৫/৯, হাঃ ৫৪৩, আহমাদ ২২৬৪২) (আ.প্র. ৪৮৬, ই.ফা. ৪৯২)

৭৪৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুয়াজ্জিন যখন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে তখন তোমাদের কোন ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে তার উত্তরে বলে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, যখন মুয়াজ্জিন বলে, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু– এর উত্তরে সেও বলে, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু; অতঃপর মুয়াজ্জিন বলে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ– এর উত্তরে সে বলে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ; অতঃপর মুয়াজ্জিন বলে হাইয়্যা 'আলাস সালাহ– এর উত্তরে সে বলে, লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ; অতঃপর মুয়াজ্জিন বলে, হাইয়্যা আলাল ফালাহ– এর জবাবে সে বলে, লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ; অতঃপর মুয়াজ্জিন বলে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার– এর জবাবে সে বলে, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার; অতঃপর মুয়াজ্জিন বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু- এর জবাবে সে বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ– আযানের এই জবাব দেয়ার কারণে সে বেহেশতে যাবে।

সহীহ মুসলিম

৭৫১। তালহা ইবনে ইয়াহইয়া থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের (রা) কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় মুয়াজ্জিন তাকে নামাযের জন্য ডাকতে আসল। মুআবিয়া (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনদের ঘাড় সর্বাধিক লম্বা হবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ

সহীহ মুসলিম

৭৫২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ শয়তান নামাযের আযানের শব্দ শুনে পলায়ন করতে করতে রাওহা পর্যন্ত ভেগে যায়। সুলাইমান (আ'মাশ) বলেন, আমি তাকে (আবু সুফিয়ানকে) রাওহা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ স্থানটি মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ فَإِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ

সহীহ মুসলিম

৮০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইমাম যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে তোমরা তখন "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ" বল। কেননা যার এই কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে মিলে যাবে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُمَيٍّ

| হাদিস নাম্বার | কিতাব | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ৪০৩ | বুখারি শরীফ ১ম খন্ড | ২০৮ |
| ৪১৮ | বুখারি শরীফ ১ম খন্ড | ২১২ |
| ৪১৯ | বুখারি শরীফ ১ম খন্ড | ২১২ |
| ৪৩৮ | বুখারি শরীফ ১ম খন্ড | ২২২ |
| ৪৪৪ | বুখারি শরীফ ১ম খন্ড | ২২৫ |
| ৪৪৬ | বুখারি শরীফ ১ম খন্ড | ২২৬ |
| ৪৫০ | বুখারি শরীফ ১ম খন্ড | ২২৮ |
| ৪৭০ | বুখারি শরীফ ১ম খন্ড | ২৩৭ |
| ৪৭৭ | বুখারি শরীফ ১ম খন্ড | ২৪১ |
| ৫১০ | বুখারি শরীফ ১ম খন্ড | ২৫৩ |
| ৫১৬ | বুখারি শরীফ ১ম খন্ড | ২৫৫ |
| ৭৪৯ | মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড | ১৪৭ |
| ৭৫১ | মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড | ১৪৮ |
| ৭৫২ | মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড | ১৪৯ |
| ৮০৮ | মুসলিম শরীফ, ২য় খন্ড | ১৭৭ |